

উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন- সূরা আলে ইমরান- ৩১, ৩২, ১৪৪, সূরা নিসা- ৬৯, ৮০, সূরা মায়েদা -২, ৯২, সূরা আনফাল- ২০, ২৪, ২৭, সূরা নূর- ৫১-৫৪, ৬২, সূরা শূরার- ১৩১, সূরা আহযাব- ৩৬, ৭১, সূরা হুজুরাত- ১৪,

• হাদিস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

১. আবু হুরায়রা ^{রাযিযাতাহু তা হালা আনহু} থেকে বর্ণিত। নবী ^{সাওয়াতাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন: যে ব্যক্তি আনুগত্যের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায় এবং জা'মিয়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অতঃপর মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হয় জাহিলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম, ইমারাহ, হাদিস নং ৫৩ (১৮৪৮))

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.

২. হযরত আবু হুরায়রা ^{রাযিযাতাহু তা হালা আনহু} হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ^{সাওয়াতাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} কে বলতে শুনেছেন: যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য হলো সে আমারই অবাধ্য হলো। (বুখারী: অধ্যায় ৫৬ জিহাদ, অনুচ্ছেদ ১০৮ নেতার আদেশ শ্রবণ ও তার আনুগত্য করা, হাদিস নং-২৯৫৫)

পরামর্শ

• আল-কুরআন

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

১. হে রাসূল! এটা আল্লাহর বড়ই রহমত যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুব নরম মেজাজবিশিষ্ট হয়েছেন। তা না হয়ে যদি আপনি কড়া ও পাষণ মনের অধিকারী হতেন তাহলে তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত। তাদের দোষ মাফ করে দিন, তাদের পক্ষে মাগফিরাতের দোয়া করুন এবং দীনের কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন আপনি কোনো মতের উপর মজবুত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ এসব লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁরই ভরসায় কাজ করে। (সূরা আলে ইমরান-০৩: ১৫৯)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

২. আর যারা তাদের রবের হুকুম মেনে চলে ও নামাজ কয়েম করে নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে চালায় এবং তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছে তা থেকে খরচ করে। (সূরা শূরা-৪২: ৩৮)

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

৩. তাদের বেশির ভাগ গোপন শলাপরামর্শই কোন মঙ্গল থাকে না অবশ্য যদি কেউ গোপনে কাউকে দান-খয়রাত করার জন্য আদেশ করে অথবা কোন কাজ অথবা জনগণের মধ্যে সংশোধনমূলক কাজের তাগিদ দেয় (তাহলে তা ভাল) আর যদি কেউ এসব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে তাহলে তাকে আমি বিরাট প্রতিদান দেবো। (সূরা নিসা-৪:১১৪) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন- সূরা বকারা -২৩৩,

• হাদিস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَمْرًا لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَاعْتِنَاؤُكُمْ سَحَائِكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أَمْرًا لَكُمْ شِرَارُكُمْ وَاعْتِنَاؤُكُمْ بُخْلَاكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى